

শাহ খুররম কলেজে ধ্বংসযজ্ঞ

পরীক্ষা অনিশ্চিত।। আর্থিক ক্ষতি ১৫ লাখ টাকা

সিলেট, ১৫ই জানুয়ারি (জেলা বার্তা পরিবেশক)।— শাহ খুররম মহাবিদ্যালয়ে ধ্বংসযজ্ঞের ফলে দ্বাদশ শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। একাদশ শ্রেণীর শিক্ষা কার্যক্রমও চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১৫ লাখ টাকার বেশি বলে দাবি করা হয়েছে।

গত ১০ই জানুয়ারি সিলেট প্রেসক্রায়ে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ক্ষতিপূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্বৃত্তরা যাতে আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করতে না পারে সে লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। শাহ খুররম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মোঃ সিরাজুল ইসলাম এতে বক্তব্য রাখেন।

১৯৯৩ সালে শহরতলির টুকের বাজার এলাকায় শাহ খুররম মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর ভূমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কিছু লোকের সাথে বিরোধ চলছিল। এ কারণে অনেকেই আশংকা করছিলেন, সংঘাত হতে পারে; কিন্তু এমনি ধ্বংসযজ্ঞ ঘটবে, এমন কিছু কারো কল্পনাতেই ছিল না।

গত ৬ই জানুয়ারি গভীর রাতে অজ্ঞাতসংখ্যক লোক আকস্মিক হামলা চালিয়ে শাহ খুররম মহাবিদ্যালয়ের দু'টি ভবনই মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। এছাড়া আসবাবপত্র, জরুরি কাগজাদি, বই, ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কশীট, প্রশংসাপত্র, খেলাধুলার সরঞ্জাম, দরজা-জানালায় কাঠ, ঢেউটিন

ইত্যাদি লুট করে। আওয়ামী লীগ জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক ইফতেখার হোসেন শামীম, ছমিরউদ্দিন, সরকুম আলী প্রমুখকে এ জন্য দায়ি করা হচ্ছে।

এই ধ্বংসযজ্ঞের পরদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী এবং ছাত্র শিক্ষকরা সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করে। রোববার বিক্কেড মিছিলসহ জেলা প্রশাসকের নিকট একটি আরকলিপিও দেয়া হয়। এর আগে শাহ খুররম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে অধ্যাপক শফিকুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম বাদশা, ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, জাকির হোসেন, নূরে আলম সিরাজী, সুজাত আলী রফিক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

শাহ খুররম মহাবিদ্যালয়ের ধ্বংসলীলার ব্যাপারে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিলেন ৩ দিনের মধ্যে অভিযুক্তদেরকে গ্রেফতার করা হবে। অথচ ওই সময়ের মধ্যে মাত্র অখ্যাত ৪ জনকে গ্রেফতার ও কিছু আসবাবপত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

সাংসদ বন্দকার আবদুল মালিক, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা দেওয়ান ফরিদ গাজী, সিলেট পৌরসভা চেয়ারম্যান এডভোকেট জা. ফ. ম. কামাল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নৃপের নেতা ও স্থানীয় প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তারা শাহ খুররম মহাবিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন।